দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 1-4-MAY-2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হচ্ছে

প্রকৃত ছাত্রদের শিক্ষাবর্ষ রক্ষা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশের স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে সামগ্রিক ক্ষমতা দিয়ে দেশের ২৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইনের যে খসড়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানেই রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। খসড়া আইন প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয় রাজনীতিমুক্ত করলে অনেক সমস্যা থাকবে না। উল্লেখ্য, গত মার্চে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। এরপর আইন ও তথ্য উপদেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের উদ্যোগ সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। ইউজিসি'র সূত্র উদ্ধৃত করে একটি বাংলা দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, নতুন আইনে ছাত্র ও শিক্ষকরা কোন রাজনৈতিক দল বা অঙ্গ-সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হতে পারবেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে। নতুন আইনে ভিসি ও ডীন নিয়োগের নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে।

দেশের সচেতন মহল দীর্ঘদিন থেকেই শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বলা হয়েছে যে, দলীয় রাজনীতির কারণেই দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্ররা। এবং সামগ্রিকভাবে ধ্বংস হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। সময়মত সিলেবাস শেষ করতে না পারায় অনেক শিক্ষার্থীরই চাকরির বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকরাও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনেও যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় রাজনীতির নামে ক্যাডার বাহিনী পোষার কারণে ছাত্র-সংগঠনগুলোর নিজস্ব কোন্দলে অথবা রাজনৈতিক দলের ইঙ্গিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রায়শই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে হচ্ছে। সেই সাথে শিক্ষকদের দলীয় প্রভাবপুষ্ট হওয়ার ফলে ক্যাম্পাসে নানা বিতর্কের জন্ম হচ্ছে। শিক্ষক পদে যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। প্রথম শ্রেণী প্রদানের ক্ষেত্রেও কোন কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতির কু-প্রভাব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পড়ছে। বাস্তবতা এই যে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে অঙ্গ/সহযোগী হিসেবে ছাত্র সংগঠন থাকার কারণেই ছাত্র রাজনীতির সংক্রমণ বাড়ছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির যে কালো অধ্যায় শুরু হয়েছিল এখন তা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহারের কারণেও শিক্ষাঙ্গনগুলোকে কলুষমুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এসব অনিয়মের সুযোগ নিয়ে এদেশে গড়ে ওঠা অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ভাল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিন দিনই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যদিও একথাও ঠিক যে, অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার চেয়ে শিক্ষা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে অধিক পরিচিত। দেশের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্ররাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরাই দেশের সবচেয়ে সচেতন অংশ। ছাত্রদের একমাত্র কাজ অধ্যয়ন করা। ভাল ছাত্র না হলে ভাল শিক্ষক, ভাল আমলা, ভাল পেশাজীবী, ভাল রাজনীতিক অথবা দায়িত্বশীল নাগরিক কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়। ভাল ছাত্র হতে না পারলে পুরো দেশ একসময় মেধাশূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হওয়ায় এমনিতেই দেশের সর্বত্র মেধা শূন্যতার কু-প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দেশ স্বাধীন করতে ছাত্ররা যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্য একটি সুন্দর, স্বনির্ভর এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ গড়ার স্বার্থে ছাত্রদেরও দলীয় রাজনীতিমুক্ত হতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকার কোন বিকল্প নেই।

প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে জাতীয় দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সময়মত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে শিক্ষার্থীদের জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়। শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত রাখা না গেলে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বর্তমানে চাঁদাবাজি, মস্তানী, ছিনতাই, খুন, অপরের জমি দখল, ঠিকাদারী, আদম ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, নেগোসিয়েশনের টাকা আদায়, এমনকি পর্নোগ্রাফি তৈরীর মতো সামাজিক অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়েছে সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনের একশ্রেণীর শিক্ষার্থী। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশের সাধারণ ছাত্ররাও ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি বন্ধের পক্ষে রয়েছে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত শিক্ষার সার্বিক মান ও শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ঐকমত্যেরই প্রতিফলন। জাতীয় স্বার্থে দল ও মত নির্বিশেষে সরকারের এই উদ্যোগকে সকলেই স্বাগত জানাবেন বলে জনগণ প্রত্যাশা করে।